বুলেটিন নং: ৩৩
বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ২
প্রকাশ কাল: ৩০ জুন ২০০৫
শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5

ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট
www.updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার
ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

সাজেক এলাকায় সেটেলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

বাংলাদেশ সরকার রাঙ্গামাটির সাজেক এলাকায় নতুন করে সেটেলার পুনর্বাসনের জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

দীঘিনালা থেকে আমাদের সংবাদদাতা সাইরেন চাকমা জানিয়েছেন, গত ২৩ জুন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নের ভেবাছড়া, নিউ লংকের, গুন্ড লংকের, হালিমবাড়ী ও টিবক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। শত শত পাহাড়ি পরিবার ইতিমধ্যে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। আশে পাশের এলাকায় উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিউ লংকের, গুন্ড লংকের, হালিমবাড়ী, নন্দর, রুলোই এ অবস্থানরত বিডিআর সদস্যরা এ তান্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু এলাকায় পাহাড়িদের ঘরবাড়িও পরবর্তী ২/৩ দিনের মধ্যে ভেঙ্গে দেয়া হবে বলে বিডিআর ঐসব গ্রামে খবর পাঠিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা কেন তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে তা জানতে চাইলে বিডিআর জওয়ানরা "উপরের নির্দেশ" বলে জানিয়ে দিয়েছে। কোন কোন এলাকায় উচ্ছেদের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পাহাড়িরা ফরেষ্ট এরিয়ায় বসবাস করছেন। সেজন্য তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অথচ, মাচালং বাজার, বাগেরহাট বাজার, মাচালং ক্যাম্প, বাগেরহাট ক্যাম্প, বাগেরহাট সেটেলার পাড়া - এ এলাকাগুলো সবই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মালিকানাধীন অর্থাৎ ফরেষ্ট এলাকা। এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাউকে উচ্ছেদ করার ঘটনা ঘটেনি। বাগেরহাট সেটেলার পাড়ায় নির্বিঘ্নে দিন যাপন চলছে। তাদের নিরাপত্তা বিধানে বিডিআর অতন্দ্র প্রহরী। অন্যদিকে মাচালং এর কাছে নন্দরাম এলাকায় বসবাসরত পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে দেয়া হবে বলে সেনা বিডিআররা হুমকি দিচ্ছে।

সেনা-বিডিআর কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযানের কারণে বর্তমানে সাজেক এলাকায় চরম উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেটেলারদের পুনর্বাসন করার জন্যই পাহাড়িদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সম্প্রতি নন্দরাম এলাকায় একটি বহিরাগত বাঙালী সেটেলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সরকার সাজেক এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসন করতে যাচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে জোর গুঞ্জন চলে আসছে। সম্প্রতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি এক সাক্ষাতকারে সরকারের এই ধরনের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছেন। দীঘিনালার বাবুছড়ায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সরকার কয়েক মাস আগে জায়গা মালিকদের কাছে হুকুম দখল নোটিশ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে এলাকায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।। তার সাথে সাজেক এলাকায় পাহাড়ি উচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর লোকজনের মুখ থেকে ক্ষুব্ধ মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। তারা বলছেন ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছাড়া উপায় নেই। সাজেক এলাকায় যে কোন মূল্যে সেটেলার পুনর্বাসন রুখতে হবে। তারা ইউপিডিএফ-কে ৭ জুন মহাসমাবেশের মতো বা তার চাইতে আরো কঠোর কর্মসূচী দেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। তা না হলে তারা নিজেরাই কর্মসূচী দেবে বলে দীঘিনালার জনগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

অন্য দিকে জেএসএস এর ওপর জনগণ চরম ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, জেএসএস জাতীয় স্বার্থে ইউপিডিএফ এর সাথে সমঝোতায় না এসে সরকারকে এভাবে লাভবান করছে। সরকারের এ ধরনের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জেএসএস নিজেও কর্মসূচী দেয় না, আন্দোলন করে না। আবার ইউপিডিএফ আন্দোলন করতে চাইলে তাতে মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। সন্তু লারমা জাতুয়্যরে হেবার লাক্ পুয়্যো নাহি, (সন্তু লারমা জাতিকে ধ্বংস করার পথ ধরেছে নাকি) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর প্রশ্ন।

সাজেক এলাকায় সেটেলার পুনর্বাসনের চক্রান্ত যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। ইতিমধ্যে পাহাড়িদের বহু এলাকা সরকার জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে সেখানে সেটেলারদের বসিয়ে দিয়েছে। পুরো ফেনী অঞ্চল, বান্দরবানের বেশ কয়েকটি থানাসহ আরো অনেক এলাকা এখন সেটেলারদের দখলে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সাজেক এলাকা রক্ষার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নিন। এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করুন। এসব প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের প্রতিও আহ্বান জানান। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে পৈতৃক বাস্তুভিটা রক্ষার্থে সমঝোতায় আসার জন্য জেএসএস এর ওপর চাপ অব্যাহত রাখুন।

ইউপিডিএফ সাজেক এলাকায় সেটেলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। ইউপিডিএফ এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হোন। আসুন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম জোরদার করি। বিজয় আমাদের অনিবার্য। ■

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর মাঠে আয়োজিত মহাসমাবেশের একাংশে। ফটো: অনুতোষ চাকমা

সভা পণ্ড করতে সেনা হয়রানি

জেএসএস-এর বাধা দান

বিশেষ রিপোর্ট

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল, সেনা-বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণ ও নতুন করে সেটেলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ জুন খাগড়াছড়িতে হাজার হাজার নারী পুরুষ সমাবেশে অংশ নেন। ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর উদ্যোগে এই মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি পয়েন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেনা সদস্যরা সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনদের আটকিয়ে রাখায় অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরী হয়ে যায়।

বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে গাড়িতে করে ইউপিডিএফ এর সমর্থকরা এসে পৌঁছার আগেই দুপুর ১টায় মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি স্বনির্ভর থেকে শুরু হয়ে খাগড়াছড়ি বাজারের ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে আবার স্বনির্ভরে ফিরে আসে। এর পর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগঠক অনিমেষ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, দেবদত্ত ত্রিপুরা, ইউপিডিএফ বান্দরবানের প্রতিনিধি ছোটেন তঞ্চঙ্গ্যা, যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে নিজ জন্মভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য তাদের জায়গা জমি জবর দখল করে চলেছে, একের পর এক সেনা-বিডিআর ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ করছে এবং কখনো প্রকাশ্যে ও কখনো গোপনে বেদখলকৃত জায়গায় সেটেলার পুনর্বাসন করছে। পাহাড়ি জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকেছে। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ভারতে পালিয়ে গিয়েও কোন কিছু হয়নি।

৭ম পাতায় দেখুন

জনগণের প্রতি ইউপিডিএফ -এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রাস্তায় রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টি, সেনা চেকপোষ্ট, তল্লাশী, সন্তু চক্রের হুঁশিয়ারী, জরিমানা, হরতাল, বাস আটক সত্ত্বেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ৭ জুন মহাসমাবেশে অংশ নিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন।

পানছড়ি, দীঘিনালা, কুদুকছড়ি, মহালছড়ি থেকে সরকার-মদদপুষ্ট সন্তু সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্রের কারণে অংশ নিতে পারেননি, আমরা তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি। জনতার বাঁধভাঙ্গা জোয়ার ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে মহাসমাবেশ সফল হয়েছে।

এছাড়া, ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের কারণে যারা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন কিংবা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা মনে করি, যারা ইউপিডিএফ কিংবা তার সহযোগী সংগঠনের সভা সমাবেশ বা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন বা অংশগ্রহণ করতে চেয়েছেন, তারা সুমহান দায়িত্ববোধ ও অধিকার সচেতনতা থেকেই তা করেছেন।

নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করতে হয়। অধিকার আদায় করতে হলে দরকার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আশাকরি ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে পাবো।